Roghu Nath Nath

R

Registerd NO 52.

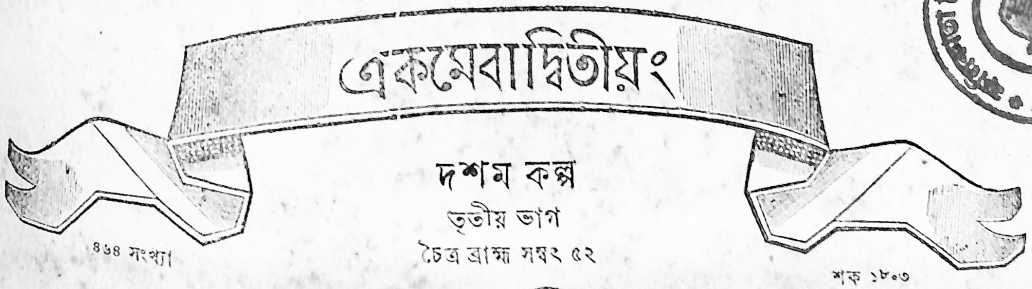

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

তৃতীয় ভাগ

৪৬৪ সংখ্যা — চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২ — শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চ প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

অথহৈনং গার্হপত্যোহনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি। যএষ আদিত্যে পুরুষোদৃশ্যতে সোহহমস্মি সএবাহমস্মীতি ॥১

'অথ' অনন্তরং 'হ এনং' ব্রহ্মচারিণং 'গার্হপত্যঃ' অগ্নিঃ অনুশশাস। 'পৃথিবী অগ্নিঃ অন্নং আদিত্যঃ ইতি' মমৈতাশ্চতস্রস্তনবঃ। তত্র যঃ 'আদিত্যে এষঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহং অস্মি' গার্হপত্যোহগ্নিঃ যশ্চ গার্হপত্যোহগ্নি 'সঃ এব অহং' আদিত্যে পুরুষঃ 'অস্মি ইতি' ॥ ১

অনন্তর ইহাকে গার্হপত্য নামক অগ্নি অনুশাসন করিল। পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন, আদিত্য; আমার এই চারি অঙ্গ। আর যে এই আদিত্যে পুরুষ দৃষ্ট হয় সেই আমি। আমিই গার্হপত্য অগ্নি ঐ সূর্য্যে রহিয়াছি। ১

সযএতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীযন্ত উপ বযং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহমুষ্মিংশ্চ যএতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'এতং এবং বিদ্বান্' যথোক্তং গার্হপত্যং অগ্নিং 'উপাস্তে' সঃ 'অপহতে' বিনাশয়তি 'পাপকৃত্যাং' পাপং কর্ম্ম 'লোকী' লোকবান্ 'ভবতি' 'সর্ব্বং' বর্ষশতং 'আয়ুঃ' 'এতি' প্রাপ্নোতি 'জ্যোগ্' উজ্জ্বলং 'জীবতি' 'ন অস্য' বিদুষঃ 'অবরপুরুষাঃ' অবরাঃ সন্ততিজাইত্যর্থঃ। 'ক্ষীয়ন্তে' সন্তত্যুচ্ছেদোন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তং বযং উপভুঞ্জামঃ' পালযামঃ। 'অস্মিন্ চ লোকে' জীবন্তং 'অমুষ্মিন্ চ' লোকে। 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপা[illegible]' যথোক্তং তস্যৈতৎ ফলং ॥ ২

যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন তাঁহার পাপকৃত কর্ম্মফল বিনষ্ট হয়। তিনি উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, শত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল রূপে জীবন বহন করেন। তাঁহার বংশে অশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা জন্মে না এবং বংশ ক্ষয় হয় না। আমরা তাঁহাকে এ লোকে এবং পরলোকে রক্ষা করি। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন। ২

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমন্বাহার্য্যপচনোহনুশশাসাপো দিশোনক্ষত্রানি চন্দ্রমা ইতি। যএষচন্দ্রমসি পুরুষোদৃশ্যতে সোহহমস্মি সএবাহমস্মীতি ॥১

'অথ হ এনং' 'অন্বাহার্য্যপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ 'অনুশশাস' 'আপঃ দিশঃ নক্ষত্রানি চন্দ্রমা ইতি' এতা মে চতস্রস্তনবঃ চতুর্ধা অহমন্বাহার্য্যপচন আত্মানং প্রবি-

ভজ্যাবস্থিতঃ। তত্র 'যঃ এষঃ চন্দ্রমসি পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহং অস্মি ইতি' 'সঃ এব অহং অস্মি ইতি' ॥ ১

তৎপরে অন্বাহার্য্যপচন নামক অগ্নি ইহাকে অনুশাসন করিলেন। জল, দিক, নক্ষত্র-সকল এবং চন্দ্রমা; ইহারা আমার অঙ্গ। এবং চন্দ্রমাতে যে এই পুরুষ দৃষ্ট হয় সেই আমি। আমিই অন্বাহার্য্যপচন অগ্নি ঐ চন্দ্রমাতে রহিয়াছি। ১

সযএতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তউপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ যএতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥২

'সঃ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে' 'অপহতে পাপকৃত্যাং' 'লোকী ভবতি সর্ব্বং আয়ুঃ এতি জ্যোগ্ জীবতি' 'ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে' 'বয়ং তং উপভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে' ॥ ২

যিনি এই রূপ জানিয়া উপাসনা করেন তাঁহার পাপকর্ম্ম সকল বিনষ্ট হয়। তিনি উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, শত বর্ষ জীবন ধারণ করেন। তাঁহার বংশে অশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা জন্মে না এবং বংশ ক্ষয় হয় না। আমরা তাঁহাকে এ লোকে এবং পরলোকে রক্ষা করি। যিনি এই রূপ জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন। ২

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমাহবনীযোঽনুশশাস প্রাণ আকাশোদ্যৌর্বিদ্যুদিতি যএষবিদ্যুতি পুরুষোদৃশ্যতে সোঽহমস্মি সএবাহমস্মীতি ॥১

'অথ হ এনং আহবনীয়ঃ অনুশশাস' 'প্রাণঃ আকাশঃ দ্যৌঃ বিদ্যুৎ ইতি' মমাপ্যেতাশ্চতস্রস্তনবঃ। 'যঃ এষঃ বিদ্যুতি পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহং অস্মি সঃ এব অহং অস্মি ইতি' ॥ ১

তৎপরে আহবনীয় নামক অগ্নি তাহাকে অনুশাসন করিলেন। প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক এবং বিদ্যুৎ; ইহারা আমার অঙ্গ। এই বিদ্যুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয় সেই আমি। আমিই আহবনীয় অগ্নি ঐ বিদ্যুতে রহিয়াছি।১

সযএতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে। উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ যএতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥২

'সঃ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে অপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি' 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি জ্যোগ্ জীবতি ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে' 'বয়ং তং উপভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ লোকে যঃ এবং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে' ॥ ২

যিনি এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার পাপকৃত কর্ম্মফল সকল বিনষ্ট হয়। তিনি উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, শতবর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হন এবং উজ্জ্বল রূপে জীবন বহন করেন। তাঁহার বংশে অশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা জন্মে না এবং বংশ ক্ষয় হয় না। আমরা তাঁহাকে এ লোকে এবং পরলোকে রক্ষা করি। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন। ২

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যা আত্মবিদ্যাচ। আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্যাচার্য্যস্তমাচার্য্যোভুবাদোপকোসল ৩ ইতি ॥ ১

'তে' পুনঃ সম্ভূয় 'হ ঊচুঃ' 'উপকোসল' 'এষা সোম্য' 'তে' তব 'অস্মৎবিদ্যা' অগ্নিবিদ্যেত্যর্থঃ 'আত্ম' বিদ্যা চ' 'আচার্য্যঃ তু তে গতিং বক্তা' বিদ্যাফলং প্রাপ্তব 'ইতি' উক্ত্বোপরেমুরগ্নয়ঃ। 'আজগাম হ অস্য আচার্য্যঃ' কালেন 'তং আচার্য্যঃ অভ্যুবাদঃ' 'উপকোসল ইতি' ॥ ১

অগ্নিরা সকলে তাহাকে বলিল, হে উপকোসল, হে সোম্য, ইহা আমাদিগের বিষয়ক বিদ্যা এবং আত্ম-বিদ্যা। কিন্তু আচার্য্য তোমাকে ইহার গতি বলিয়া দিবেন। সময়ে আচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আচার্য্য তাহাকে কহিলেন, হে উপকোসল। ১

ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ্বৈ সোম্য তে মুখংভাতি। কোনুত্বানুশশাসেতি।

কোনু মানুশিষ্যাদ্ভো ইতি হাপেব নিহ্নুতে ইমে নূনমীদৃশাইতি হাগ্নীনভ্যূদে কিংনু সোম্য কিল তেঽবোচন্নিতি ॥ ২

'ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাবঃ' ব্রহ্মবিদঃ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি' প্রসন্নং ভাতি 'কঃ নু ত্বা অনুশশাস' ইত্যুক্তঃ প্রত্যাহ। 'কঃ নু মা অনুশিষ্যাৎ' অনুশাসনং কুর্য্যাৎ 'ভো' ভগবন্ 'ইতি' 'ইহ হ উপনিহ্নুতে ইব' ন যথাবদগ্নিভিরুক্তং ব্রবীতীত্যভিপ্রায়ঃ। কথং 'ইমে' অগ্নয়ঃ ময়া পরিচরিতা উক্তবন্তঃ 'নূনং' যতস্ত্বাং দৃষ্ট্বা বেপমানাইব 'ঈদৃশাঃ' দৃশ্যন্তে পূর্ব্বং 'অন্যাদৃশাঃ' সন্তঃ ইতি হ অগ্নীন্ অভ্যূদে' অভ্যুক্তবান্ অগ্নীন্ দর্শয়ন্। 'কিংনু সোম্য কিল' 'তে' ত্বাভ্যং 'অবোচৎ ইতি' ॥২

ভগবন্ এই বলিয়া উপকোসল উত্তর করিল। আচার্য্য কহিলেন, হে সোম্য ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখ প্রকাশ পাইতেছে, কে তোমাকে অনুশাসন করিল। তাহাতে উপকোসল যথার্থ বাক্য গোপন করার মত করিয়া অগ্নিদিগকে দেখাইয়া বলিল, ইহারা এখন এই প্রকার কিন্তু পূর্ব্বে অন্য প্রকার হইয়াছিল। আচার্য্য বলিলেন হে সোম্য অগ্নিরা তোমাকে কি বলিয়াছে।২

ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে। লোকান্ বাব কিল সোম্য তেঽবোচন্নহন্ত তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশমাপোন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতইতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩

'ইদং ইতি হ প্রতিজজ্ঞে' ইত্যেবং প্রতিজ্ঞাতবান্ সর্ব্বং যথোক্তমগ্নিভিরুক্তমবোচৎ। যত আহ আচার্য্যঃ 'লোকান্ বাব' পৃথিব্যাদীন্ হে 'সোম্য কিল তে অবোচৎ' ন ব্রহ্মসাকল্যেন। 'অহং তু তে' 'তৎ' ব্রহ্ম যদিচ্ছসি তৎ শ্রোতুং 'বক্ষ্যামি' শৃণু। 'যথা পুষ্করপলাশে' পদ্মপত্রে 'আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে' 'এবং এবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন' শ্লিষ্যতে' ন সম্বধ্যতে। 'ইতি' এবং উক্তবতি আচার্য্য আহ 'উপকোসলঃ ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' আচার্য্যঃ ॥ ৩

অগ্নিরা তাহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহা আচার্য্যকে বলিল। আচার্য্য বলিলেন, হে সোম্য তাহারা তোমাকে লোকের বিষয় বলিয়াছে। কিন্তু আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিষয় উপদেশ দিব। যেমন পদ্মপত্রে জল সংস্পৃষ্ট হয় না সেইরূপ যে এই রূপ জানে তাহাতে পাপকর্ম্ম সম্বদ্ধ হয় না। তাহাতে উপকোসল বলিল মহাশয় আমাকে বলুন। আচার্য্য তাহাকে বলিলেন। ৩

পাতঞ্জল-দর্শন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভাষ্য। তথাচ সূত্রং—

কি নিরোধ কি ব্যুত্থান সকল অবস্থাতেই প্রকৃত পক্ষে পৌরুষ বৃত্তি (দর্শন+জ্ঞান) একই। তবে ব্যুত্থান-অবস্থায় পরস্পরের বৃত্তি মিশ্রিত হওয়াতেই ঐরূপ বোধ হয়। অর্থাৎ তখন পুরুষের স্বরূপ (বৃত্তি) বুদ্ধি-বোধাত্মা বলিয়া বোধ হয়। আমরা এই সিদ্ধান্ত-কথা এতক্ষণে বিবৃত করিলাম। এই কথাটির মধ্যে একটি মূল কথা আছে। "কি নিরোধ, কি ব্যুত্থান সকল অবস্থাতেই প্রকৃত পক্ষে পৌরুষ বৃত্তি (দর্শন+জ্ঞান) একই" এইটি সেই মূল কথা। এই মূল কথাটি কেবল আমরাই শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে বাহির করিয়াছি এমন নহে, ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যের মস্তিষ্ক হইতেও এই মূল কথাটি বাহির হইয়াছে। দেখ, তাঁহার সূত্র এই রূপ,—

ভাষ্য। "একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনং" ইতি।

"পুরুষের নিজ পৌরুষ বৃত্তি প্রকৃত পক্ষে একই। যেহেতু মিশ্রিত জ্ঞানই তখন জ্ঞান।" অর্থাৎ ব্যুত্থান-ভ্রম-দশাতেও পৌরুষ জ্ঞান ত আছে তাহাত আর নষ্ট হয় নাই। তবে মিশ্রণভাব হইয়াছে। তাহা হউক। তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। দুগ্ধ, জলের সহিত মিশ্রিত হইলেও লোকে দুগ্ধ-ইত বলে, জল ত আর বলে না? না হয় জোলো দুগ্ধই বলুক তাহা হইলেই কি,

জোলো দুগ্ধও ত দুগ্ধ? তবে ইহা বলিতে পার জোলো দুগ্ধে দুগ্ধের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ থাকে না। সে কথা ত যথার্থ; আমিও ত সেইরূপ বুদ্ধিবোধেও পুরুষের পৌরুষ বৃত্তি স্পষ্ট প্রকাশ থাকে না, ইহা স্বীকারই করিতেছি।

ব্যুত্থান-অবস্থায় বুদ্ধি ও পুরুষে পরস্পর এমন কোন্ সম্বন্ধ কল্পিত হয় যাহা দ্বারা পুরুষকে, সে অবস্থায় নিজ পৌরুষ বৃত্তির বর্ত্তমানেও অন্যের বৃত্তির উপভোক্তা (অর্থাৎ বুদ্ধিবোধস্বরূপ) হইতে হয়?

এতদুত্তরে,—

ভাষ্য। চিত্তং অয়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি, দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ।

স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ। বুদ্ধিবৃত্তি, পুরুষের স্ব (ভোগ্য)। পুরুষ, বুদ্ধিবৃত্তির স্বামী (ভোক্তা)। স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ ত পরস্পর উপকার্য্য উপকারকতা না থাকিলে হয় না। ইহাঁদের উভয়ের উপকার্য্য উপকারক ভাব কোথা? কেন, ইহাঁদের উপকার্য্য উপকারক ভাবও আছে। কিন্তু লৌকিক নহে। তবে কিরূপ? চুম্বক ও লৌহ এই দুই পদার্থের যেমন পরস্পর উপকার্য্য উপকারকতা আছে তদ্রূপ। অর্থাৎ চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিধান মাত্রে উপকারী এবং লৌহ যেমন সেই সন্নিহিত চুম্বকের কেবল দর্শন মাত্রে (অর্থাৎ স্পর্শ না করিয়াই) উপকার্য্য সেইরূপ ইহাঁদের মধ্যেও দেখ। দেখ, চুম্বককল্প বুদ্ধি, পুরুষের সন্নিধান মাত্রেই উপকারী, এবং এইরূপে পুরুষও দেখ, পুরুষও সেই সন্নিহিত বুদ্ধির দর্শন করিয়াই (অর্থাৎ স্পর্শ না করিয়াই) উপকার্য্য। অতএব এরূপ স্পষ্ট উপকার্য্য উপকারকতা থাকিতে ইহাঁদের পরস্পর স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধ-কল্পনা কেন না করিব। ফলতঃ বুদ্ধি যখন স্পষ্ট দেখিতেছি দৃশ্য পদার্থ, দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম ইহাঁর অনুগত রূপ তখন দ্রষ্টৃত্ব-ধর্ম্ম-যুক্ত ব্যক্তির (পুরুষের) ইনি, কাজে কাজেই যে স্ব অর্থাৎ ভোগ্য হইলেন। পক্ষে (উল্টাইয়া দেখি) পুরুষ যখন স্পষ্ট দেখিতেছি দ্রষ্টাপদার্থ, দ্রষ্টৃত্ব ধর্ম্ম ইহাঁর অনুগত রূপ তখন দৃশ্যত্ব-ধর্ম্ম-যুক্ত ব্যক্তির (বুদ্ধির) ইনি, কাজে কাজেই যে স্বামী অর্থাৎ উপভোক্তা হইলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও ব্যক্ত করিয়া রাখি। এখানে বুদ্ধি ও পুরুষের স্ব-স্বামি-ভাব-সম্বন্ধ দেশ লইয়াও নহে, কাল লইয়াও নহে। কিন্তু এক মাত্র, উভয়ের যোগ্যতা লইয়া। সেই যোগ্যতাটি পুরুষের ভোক্তৃশক্তি স্বরূপ এবং বুদ্ধির ভোগ্যশক্তি স্বরূপ। অর্থাৎ পুরুষের ভোক্তৃশক্তিই বুদ্ধির স্বামী হইবার যোগ্যতা এবং বুদ্ধির ভোগ্য-শক্তিই পুরুষের স্ব হইবার যোগ্যতা। আহা চুম্বক ও লৌহসদৃশ বুদ্ধি ও পুরুষের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ!!

বুদ্ধি ও পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ-কল্পনার কর্ত্তা কে? অবিদ্যা (অজ্ঞান)। অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত হয়। অবিদ্যাই তবে ইহার কারণ। অবিদ্যাই কারণ। ভাল, অবিদ্যা কাহার কার্য্য? অবিদ্যা সেই উহাদের পরস্পরের যে স্ব-স্বামি-ভাব সম্বন্ধ তাহা হইতেই জন্মিয়াছে, সুতরাং তাহার কার্য্য। সে কি, ইহাও কি কখনও সম্ভব উভয়েই উভয়ের কার্য্য এবং উভয়েই উভয়ের কারণ, ইহাও কি কখনও হইয়া থাকে

এতদুত্তরে,—

ভাষ্য। তস্মাৎ চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্য অনাদিসম্বন্ধোহেতুঃ ॥ ৪ ॥

এক্ষণে উপসংহার করা যাইতেছে "পুরুষের যে বুদ্ধি-বোধ-স্বরূপতা হয় তাহার কারণ কি?" জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তদুত্তরে "তাঁহাদের উভয়ের স্ব-স্বামি

ভাব সম্বন্ধই তাহার কারণ” বলিলাম। অনন্তর আবার জিজ্ঞাসা করিলে, “এই সম্বন্ধের কারণ কি? তদুত্তরে অবিদ্যাকে তাহার কারণ বলিয়াও যদি নিস্তার না পাই, তবে “উহা অনাদি সম্বন্ধ” ইহাই বলিতে বাধ্য হইলাম। অর্থাৎ বীজ ও অঙ্কুরের যেমন পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাব অনাদি সেইরূপ ইহাদের মধ্যেও স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ ও অবিদ্যা এ দুটিও অনাদি। ভাব এই—অবিদ্যা হইতেও সম্বন্ধের কল্পনা আবার সম্বন্ধ হইতেও অবিদ্যার কল্পনা হইতেছে। এইরূপ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং বীজাঙ্কুরবৎ উভয়ই উভয়ের জন্যও বটে, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ॥ ৪

ভাষ্য। তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য।

সত্য বটে, শান্ত ঘোর ও মূঢ় নামক চিত্তবৃত্তি সকল অসংখ্য, অগণনীয়, কিন্তু সে সকলের নিরোধ ত করিতেই হইবে। নিরোধ না করিলে চিত্ত সমাধিযুক্ত হইবে না। পক্ষে, মুমুক্ষুগণের দেখিতেছি, ইহাতে প্রবৃত্তিই হইবে না। অসংখ্য, অগণনীয় দেখিয়াই তাঁহারা ইহার নিরোধার্থে অপ্রবৃত্ত হইবেন। অতএব এখন উপায়? আচার্য্য সূত্রকার তাহারও উপায় বিধান করিতেছেন। অসংখ্য হইলেও বিভাগ করিয়া নির্ণয় করিলে উহার আর অনির্ণেয়ত্ব থাকে না। সেই বিভাগই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ। ৫ সূং

ভাষ্য। ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ। খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যোঽক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতাঅপ্যক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি। অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিবের ক্লিশ্যন্তে। সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয় ইতি। এবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ত্ততে। তদেবম্ভূতং চিত্তমবসিতাধিকারমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ ॥ ৫

প্রথমতঃ বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে দ্বিবিধ ভাগ করিতে পার। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যাহারা ক্লেশজনক তাহারা ক্লিষ্ট বৃত্তি এবং যাহারা অক্লেশ (মোক্ষ) জনক, তাহারা অক্লিষ্ট বৃত্তি। অনন্তর ইহাদের মধ্যেও পাঁচটি বিভাগ করিতে পার *। বিভজ্যমান পদার্থ সকল ইহাদের এক একটি অবয়ব। বুদ্ধিবৃত্তির “পঞ্চতয়ী” একটি যৌগিক নাম। পঞ্চ অবয়ব যাহার সেই পঞ্চতয়ী। বুদ্ধিবৃত্তির পাঁচটি অবয়ব আছে, পাঁচটি ইহার বিভাগ হয় সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি পঞ্চতয়ী।

অথবা এরূপেও বিভাগ করিতে পার, পঞ্চাবয়ব (পঞ্চতয়ী) বুদ্ধিবৃত্তি দ্বিবিধ। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। সুখ-দুঃখ-জনক ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি-ক্ষেত্র বৃত্তি সকলকে ক্লিষ্ট বৃত্তি কহে। এবং যাহারা সংসার-বিরোধিনী অথচ বিবেকের জননী তাহাদিগকে অক্লিষ্ট বৃত্তি কহে। অক্লিষ্ট বৃত্তি সকল ক্লিষ্ট-বৃত্তি-প্রবাহে পতিত হইলেও নষ্ট হয় না। আপন স্বরূপেই বলবৎ থাকে। অক্লিষ্ট বৃত্তি সকলের ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট ক্লিষ্ট বৃত্তি যেমন অপ্রতিহত ভাবে অবস্থিত থাকে তদ্রূপ ক্লিষ্টবৃত্তি সকলের ছিদ্রমধ্যেও অক্লিষ্ট বৃত্তি অপ্রতিহত ভাবেই অবস্থিত থাকে, কিছু মাত্র সে ক্ষীণ হয় না। বরং হস্তিযূথে প্রবিষ্ট সিংহীর ন্যায় সেই অক্লিষ্ট বৃত্তিই হস্তিযূথসদৃশ শত শত ক্লিষ্ট বৃত্তি সকলের নিবৃত্তি করে। কেবল নিবৃত্তিই করে, এইমাত্র নহে,—আবার সঙ্গে সঙ্গে আপন সজাতীয় অক্লিষ্ট সংস্কারকে উৎপন্নও করে। সেই উৎপন্ন অক্লিষ্ট সংস্কারও, আবার নিজ-

* সে কিরূপ? ইহার পরেই ৬ ষ্ঠ সূত্রে বলিব।

জনক অক্লিষ্ট বৃত্তিকে উৎপন্ন করে। এই-রূপে যাবৎ পরবৈরাগ্য লাভ না হই-তেছে * তাবৎকাল এই অক্লিষ্ট বৃত্তি ও অক্লিষ্ট সংস্কারের একটি চক্র নিয়তই ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে। ফলতঃ অক্লিষ্ট বৃত্তি যেমন ক্লিষ্ট বৃত্তির নিবর্ত্তক, তদ্রূপ পরবৈরাগ্য (ধর্ম্মমেঘসমাধি) অক্লিষ্ট বৃত্তিরও নিবর্ত্তক। যোগীর পরবৈরাগ্য দ্বারা যখন অক্লিষ্ট বৃত্তিরও নিবৃত্তি হয় তখন তাহার চিত্ত কৈবল্য-অবস্থা প্রাপ্ত হয় †। এই অবস্থাই প্রকৃত পক্ষে চিত্তের বা চিত্ত-বৃত্তির প্রলয়াবস্থা। এই রূপে পঞ্চতয়ী বৃত্তিরা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট-ভেদে দ্বিবিধ ॥ ৫

সূ। প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥৬

সূ। তত্র প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭

প্রমাণ ১ বিপর্য্যয় ২ বিকল্প ৩ নিদ্রা ৪ স্মৃতি ৫, বুদ্ধিবৃত্তির সমুদায়ে এই পাঁচটি মাত্র বিভাগ করা যায়। সুতরাং বুদ্ধি-বৃত্তিরূপী একটি অবয়বীর এই পাঁচটি অব-য়ব। অতএব এখন অবধি, বুদ্ধিবৃত্তি শব্দে প্রমাণাদি এই পাঁচটি বৃত্তির বোধ হয়, ইহা স্থির করিয়া রাখ। উহাদের মধ্যে, প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই তিনটি বৃত্তিকে প্রমাণ-বৃত্তি বলিয়া জানিবে।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপ-রাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশে-ষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণং। ফলমাব-শিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। "বুদ্ধেঃ প্রতি-সংবেদী পুরুষঃ" ইত্যুপরিষ্টাৎ উপপাদয়িষ্যামঃ ॥

পৌরুষেয় ব্যবহারের জনক যে, অ-জ্ঞাত তত্ত্বের বোধ তাহাকে 'প্রমা' কহে ‡ যে সকল বৃত্তি এই প্রমার সাধন তাহা-রাই প্রমাণ। প্রমাণ শব্দের এইটি যৌগিক অর্থ। প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম ইহারা তিনটিই ঐরূপ প্রমার সাধন, এই জন্যই ইহাদিগকে "প্রমাণ" বলা হয়। এই ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবৎ ও প্রধান। অনুমান ও আগম-প্রমাণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্য অগ্রে প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই পরিচয় দিতে হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দিয়া চিত্ত বহির্দ্দেশে যায়, গিয়া বাহ্য বস্তুতে উপরক্ত হয়। সেই বাহ্য বস্তুর উপরাগ (সং-স্কার) জন্য বাহ্য-বস্তু-বিষয়া, সামান্য-বিশেষা-ত্মক বাহ্য বস্তুর * বিশেষাংশে বা বিশেষ রূপে যে নিশ্চয় অর্থাৎ তাদৃশ বিশেষাবধারণাত্মিকা যে, চিত্তের প্রধানা বৃত্তি তাহাকে প্রত্যক্ষ-বৃত্তি বা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কহে ‡। এই প্রত্যক্ষ-বৃত্তির অনন্তরভাবি একটি যে আছে, সেটি সেই চিত্তরূপি দর্পণে প্রতি-বিম্বিত পৌরুষেয় বোধস্বরূপ। ইহারই নাম 'বুদ্ধিবোধ'। এই বুদ্ধিবোধকেই প্রমা কহে। অতএব প্রত্যক্ষ, এই বুদ্ধিবোধটি না জন্মাইতে পারিলে প্রমাণই হয় না। সুতরাং এক্ষণে ইহা অনায়াসে বলিতে পার, "প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, অফল প্রত্যক্ষ ও ফল প্রত্যক্ষ। যাহার ফল (প্রমাবোধ) নাই,

* পরবৈরাগ্যের লক্ষণ সূত্রকার আপনিই ইহার পরে বলিবেন।

† অর্থাৎ জ্ঞানপ্রসাদ মাত্রে অবস্থিত হয়।

‡ আর একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই, কতিপয় পং-ক্তির পরেই প্রমা পদার্থ পরিষ্কার রূপে জানিতে পারিবে।

* বস্তু সকল কাহারও মতে সামান্যাত্মক, কাহার ও মতে বিশেষাত্মক, ইহাঁদের মতে সামান্য-বিশেষা-ত্মক।

‡ এই প্রত্যক্ষ ষড়বিধ। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ প্রকার শ্রোত্র দ্বারা যে প্রত্যক্ষ তাহাকে শাব্দপ্রত্যক্ষ বা "শাব্দবোধ" কহে। ত্বকের দ্বারা গ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে ত্বাচ প্রত্যক্ষ কহে। চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কহে। রসনাগ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে রাসনিক প্রত্যক্ষ কহে। এবং ঘ্রাণগ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে ঘ্রাণিক প্রত্যক্ষ কহে। ষষ্ঠ মানস প্রত্যক্ষ। মানস প্রত্যক্ষে মন (চিত্ত) বাহ্য বস্তুতে উপরত হয় কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে না। এই মাত্র বিশেষ।

সেটি অফল প্রত্যক্ষ এবং যাহার ফল (প্রমা বোধ) আছে সেটি ফল প্রত্যক্ষ"। অফল প্রত্যক্ষকে এশাস্ত্রে 'প্রত্যক্ষাভাস' এবং ফল প্রত্যক্ষকে এ শাস্ত্রে 'প্রত্যক্ষ প্রমান' বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। 'প্রমা' পদার্থ এখানে বিশেষ রূপে নির্ণীত হইল না। "প্রতিসংবেদী পুরুষঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সমস্তই খুলিয়া কহিব।

ক্রমশঃ।

প্রকৃত ধর্ম্মসাধন।

ধর্ম্মসাধনের তিনটি অবস্থা আছে; প্রথম ব্রহ্মভয়; দ্বিতীয়,ব্রহ্মপ্রীতি,তৃতীয়,ব্রহ্মযোগ। এই তিন অবস্থার সম্পূর্ণ সাধনই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন। ব্রহ্মযোগের অবস্থা ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা, উহাতে উপনীত হইতে হইলে ব্রহ্মভয় ও ব্রহ্মপ্রীতি অবস্থাদ্বয়ের মধ্যদিয়া উপনীত হইতে হয়। ব্রহ্মভয়ের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মপ্রীতি এবং ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক অবস্থার সম্পূর্ণরূপে সাধন না করিলে তৎপরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। ব্রহ্মভয়ের সম্পূর্ণ সাধন না হইলে ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা এবং ব্রহ্মপ্রীতি সম্পূর্ণরূপে সাধন না হইলে ব্রহ্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। যিনি ব্রহ্মভয় প্রকৃতরূপে সাধন না করিয়া ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন, তিনি প্রকৃত ব্রহ্মপ্রেমিক হইতে পারেন না, আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রীতির প্রকৃত সাধন না করিয়া ব্রহ্মযোগী হইতে চেষ্টা করেন, তিনি প্রকৃত ব্রহ্মযোগী হইতে পারেন না। ধর্ম্মসাধনের এই তিনটি অবস্থা ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের তিনটি শ্রেণী স্বরূপ। ইহার এক শ্রেণীতে শিক্ষা না করিলে এবং যতদূর শিক্ষা করা আবশ্যক ততদূর শিক্ষা না করিলে তাহার উপরকার শ্রেণীতে উঠিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মভয় ধর্ম্মসাধনের প্রথম অবস্থা। ব্রহ্মভয়ই জ্ঞানের আরম্ভ। ইহা অতি যথার্থ কথা। ঈশ্বর অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি মহান্; আমরা অতি ক্ষুদ্র, অতি অপবিত্র, অতি নীচ; তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট দায়ী, আমাদের অন্যায় কার্য্যে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েন, তিনি পাপীর শাস্তা, পাপের শাস্তি ইহকালে হউক অথবা পরকালে হউক পাইতেই হইবে, অপবিত্র পাপীর নিকট তিনি "ভীষণং ভীষণানাং", উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক, এবং সর্ব্বদাই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, এই বিশ্বাস হইতেই ব্রহ্মভয়ের উৎপত্তি। এই ব্রহ্মভয় আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে আমাদের জ্ঞানচক্ষু অনুক্ষণ উচ্চে উন্মীলিত থাকে, এবং পরম পিতা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করিবার ভয়ে আমরা অন্যায় ও পাপ-কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হই। আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের অনুগত ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং আমাদিগের চরিত্রকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করাই ব্রহ্মভয়ের কার্য্য। যতদিন ব্রহ্মভয় তাহার এই কার্য্য সম্পাদন না করে, তত দিন উহা আমাদিগের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হয় না। যখন ব্রহ্মভয়ের অবস্থা হইতে আমরা যথার্থই উত্তীর্ণ হই, যখন আমরা ঈশ্বরনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্র-চরিত্র-সম্পন্ন হই তখন ব্রহ্মভয় আমাদিগের হৃদয় হইতে স্বতই চলিয়া যায় এবং সহজেই আমাদিগের আত্মায় ব্রহ্মের প্রতি প্রীতিভাবের উদয় হয়। ঈশ্বর পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, অতএব যতকাল না অপবিত্রতার প্রতি গভীর ঘৃণা এবং পবিত্রতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আমাদের

হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, যতকাল না আমাদের চরিত্র বিশুদ্ধ হয় তত কাল আমরা প্রকৃত রূপে ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হই না, ততকাল আমরা সেই পূর্ণ পবিত্রস্বরূপকে যথার্থ রূপে প্রীতি করিতে পারি না। ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় অবস্থা। ব্রহ্মভয়ের অবস্থা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের অবস্থা, এবং ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি ও প্রেমের অবস্থা। ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আর ভয় থাকে না, কারণ তখন আমরা অপবিত্র কামনা ও পাপবাসনা হইতে মুক্ত। তখন ঈশ্বর আর আমাদিগের নিকট উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক নহেন, কারণ তখন আমরা পাপ হইতে—তাঁহার অপ্রীতিকর ও অসন্তোষজনক কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছি। সে অবস্থায় ঈশ্বর আর আমাদিগের সম্মুখে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ না করিয়া সর্ব্বদা প্রেমমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন, কারণ তখন আমরা পবিত্র হইয়া তাঁহার পূর্ণ পবিত্রতার স্বর্গীয় মহান ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে শিখিয়াছি। ব্রহ্মভয়ের অবস্থায় আমরা যেমন ঈশ্বরকে ভয়ের সহিত উপাসনা করি, ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থায় আমরা তাঁহাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করি। এই অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগের প্রিয়তম সুহৃদ হয়েন, তখন আমরা তাঁহাকে পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করি এবং তিনি যে বাস্তবিকই "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ" তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। স্বাভাবিক উপায়ে, অর্থাৎ ব্রহ্মভয়-সাধনার পর ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে প্রীতি করিতে পারি এবং তাঁহাকে প্রীতি করিয়া যে ভূমানন্দ লাভ করা যায় তাহা অনেকানেক ব্রহ্ম-ভয়-সাধন-বিমুখ ব্রাহ্মের ন্যায় কাল্পনিক রূপে নহে কিন্তু সত্য সত্যই আস্বাদন করিয়া আমাদিগের জীবন সার্থক করি। যখন আমরা ব্রহ্মপ্রীতির চরমাবস্থায় উপনীত হই তখন আমাদিগের আত্মা পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে, তাঁহার সহবাস করিতে স্বতই উৎসুক হয়। এইরূপে ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা আমাদিগকে ব্রহ্মযোগের অবস্থায় উত্থাপিত করে। ব্রহ্মযোগের অবস্থায় সাধক সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহিত বাস করেন, তাঁহার সহচর, অনুচর হয়েন, তাঁহাকে নিকটতম বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাঁহাকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বোধ করেন। এই অবস্থাতে তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতে রমণ করেন। এই ব্রহ্মযোগের অবস্থা ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। সম্যক রূপে ব্রহ্মযোগ সাধন করিতে সক্ষম হইলে, সাধক বাস্তবিকই পাপচিন্তা, পাপকামনা ও পাপাচরণের অতীত হয়েন এবং ইহ জীবনে মনুষ্যের পক্ষে যতদূর পবিত্র হওয়া সম্ভব ততদূর পবিত্র হয়েন।

আমরা উপরে ধর্ম্মসাধনের যে উপায় প্রদর্শন করিলাম তাহাই ধর্ম্মসাধনের স্বাভাবিক উপায়। এই স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন করিলেই প্রকৃত রূপে ধর্ম্মসাধন করা যায়। আমরা দেখিতেছি আজ কাল ব্রাহ্মগণ এই স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন করিতেছেন না। ধর্ম্মসাধনের প্রথম অবস্থা ব্রহ্মভয়ের সাধনা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা একেবারেই ব্রহ্মপ্রীতি ও ব্রহ্মযোগের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহা অতি অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করাতে তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মসাধন হইতেছে না। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের আধ্যাত্মিক-তেজ

প্রদর্শনকারী গানের অবিষয়ীভূত হইয়াছেন অনেক ব্রাহ্ম ইহা মনে করেন কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তাহা হইতে পারেন নাই। আমাদিগের রিপু সকল যেরূপ দুর্দমনীয় তাহাতে মৃত্যুর ভয়প্রদর্শনকারী গীত অথবা বক্তৃতা আমাদিগের জন্য অতীব আবশ্যক। ব্রহ্মভয়ের অভাব বশতঃ অনেক ব্রাহ্মকে এক্ষণে তাঁহাদিগের বক্তৃতাতে ঈশ্বরের প্রতি ঈশ্বরের মহান্ স্বরূপের অনুপযোগী নিতান্ত অযথা-প্রয়োগ করিতে দৃষ্ট হয়েন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রহ্মভয়ের ভাব প্রায় অন্তর্হিত হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট সাধন হইতেছে। যে সকল ব্রাহ্ম ব্রহ্মপ্রীতি কিংবা ব্রহ্মযোগের সাধনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যে প্রকৃত ব্রহ্মপ্রীতি বা প্রকৃত ব্রহ্মযোগের অবস্থায় উপনীত হয়েন নাই তাহার অখণ্ডনীয় নিদর্শন এই যে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্রচরিত্র-সম্পন্ন দেখা যায় না। এরূপ অনেকানেক ব্রাহ্ম দেখা যাইতেছে যাঁহারা ব্রহ্মপ্রীতি ও ব্রহ্মযোগের সাধনা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা রিপু সকল দমন করিতে পারেন নাই, নীচ কামনা ও নীচ বাসনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অনেক কার্য্য করেন, ধন মান যশের প্রতি তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় অযথা প্রীতি, এবং স্বার্থপরতার সহিত তাঁহাদের ছিন্নচ্ছেদ্য যোগ। আমরা দেখাইয়াছি পবিত্রচরিত্র-সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনের প্রথম অবস্থা ব্রহ্মভয়ের সাধন না করিলে যথার্থ ব্রহ্মপ্রীতি ও ব্রহ্মযোগ সাধন করা যায় না। চরিত্র পবিত্র না হইলে, ধর্ম্মে নিষ্ঠা না থাকিলে কি প্রকারে সেই ধর্ম্মরাজ, পুণ্যের আধার, পবিত্রতার প্রস্রবণ পূর্ণ পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যথার্থ প্রীতি হইবে, আর কি প্রকারেই বা আমরা প্রকৃতরূপে তাঁহার সহবাস করিতে পারিব, তাঁহার সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিব। অতএব ব্রহ্মভয়ের সাধনা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মভয়ের সাধনরূপ সোপান ব্যতীত প্রকৃত ব্রহ্ম-প্রীতি ও ব্রহ্মযোগে উত্থিত হইবার অন্য উপায় নাই। সকল বিষয়েই ক্রমোন্নতির নিয়ম বলবৎ দেখা যায়, ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম বলবৎ। যাঁহারা ভয়ের অবস্থা দিয়া প্রীতির অবস্থায় উত্তীর্ণ না হয়েন তাঁহারা পিতার আদর-প্রাপ্ত সন্তানের ন্যায় মন্দপ্রকৃতি হয়েন। আমরা প্রকৃতধর্ম্মসাধনাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন ধর্ম্মসাধনের এই স্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন করেন; তাঁহারা যেন ব্রহ্মভয়ের অবস্থার সাধন না করিয়া ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা, কিংবা ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থার সাধন না করিয়া ব্রহ্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে নিরর্থক চেষ্টা না করেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(১)

বিপ্লব সকল উন্নতির মূল। সাধারণত বিপ্লব তিন প্রকার; রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব। তন্মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যান্য বিপ্লব অনায়াসে ধর্ম্মবিপ্লব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বৈদিক অত্যাচারে যখন ভারত-ভূমি জীব-রুধিরে রঞ্জিত হইতেছিল, আর্য্যগণ, মনুষ্য ও পশুর রক্তে নানা প্রকার হোম করিয়া চরিতার্থ হইতেন, লোমহর্ষণ-"নরমেধ", "অশ্বমেধ", "গোমেধ" প্রভৃতি যজ্ঞ সকল স্বর্গের সোপান ও ধর্ম্মের দ্বার বলিয়া ঘোষণা করি-

তেন, সেই সময় ভগবান বুদ্ধদেব (১) বলিয়া উঠিলেন "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" অমনি ভারতে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই ধর্ম্ম বিপ্লব দ্বারা আর্য্য-সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইল, কত শত রাজসিংহাসন চূর্ণ হইল, ভারতীয় ভাষা সকল নূতন জীবন লাভ করিয়া নানা প্রকার আভরণে ভূষিত হইল।

বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা মধ্যকালে একটি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। যদিচ সেই বিপ্লব দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কিঞ্চিৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা ভাষার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে।

যখন তান্ত্রিক অত্যাচারে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন হইতেছিল, তান্ত্রিকগণ পঞ্চ "ম—" কার দ্বারা নিষ্ঠুরতা ও অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন অসাধারণ-ঈশ্বর-প্রেমিক চৈতন্য দেব নৃত্য করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

চৈতন্য দেব প্রধানতঃ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে বাঙ্গালায় সমাজ ও ভাষাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ জাতি-ভেদ-বিলোপ ও বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির আংশিক সূত্রপাত করেন। বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বশত চৈতন্য ও তাঁহার সহচরবর্গ পুরাণোক্ত সংস্কৃত বচন সকল প্রচলিত ভাষায় বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ঈশ্বর-প্রেম প্রকাশ করিতেন কিন্তু অলক্ষিত ভাবে তদ্দ্বারা ভাষার কলেবর পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। জননী বঙ্গভাষা এখন কেবল গান করেন না; একটুকু বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, প্রথম অবস্থা অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় অবস্থায় পাদ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

চৈতন্যের শিষ্যগণ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এস্থলে তাহার উল্লেখ হইতে পারে না। রমেশ বাবু সে সমস্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এবম্প্রকার উল্লেখের তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল "বাঙ্গালা সাহিত্যের" ই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

জীবগোস্বামীর করচা।

চৈতন্যের শিষ্যগণ মধ্যে বোধ হয় জীব গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে জীব গোস্বামীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

দৈবযোগে গৌড় দেশের এক ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণে যানকরেতে ভবন॥

(১) আদি বুদ্ধ কে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থানুসারে বিগত কল্পে এক সহস্র বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৯৯৭ জনের নাম দুষ্প্রাপ্য। প্রচলিত কল্পেও এক সহস্র বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে চারি জন মাত্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। লব্ধনির্ব্বাণ বুদ্ধদিগের নাম।

১ বিপশ্চিত। ২ শিক্ষী। ৩ বিশ্বভু। } বিগত কল্পে অবতীর্ণ।
৪ ক্রকচচন্দ্র। ৫ কক্ষ মুনি। ৬ কশ্যপ। ৭ সিদ্ধার্থ। } প্রচলিত কল্পে অবতীর্ণ।

সুবিখ্যাত হজসন সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে এক খানি গ্রন্থ "সপ্ত-বুদ্ধ-স্তোত্র" নামে খ্যাত। তৎপাঠে বিপশ্চিতই আদি বুদ্ধ অনুমিত হন। সেই গ্রন্থোক্ত, সিদ্ধার্থ বা সাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী, বুদ্ধদিগের আয়ুঃকাল নিতান্ত কাল্পনিক।

জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া।
অর্থাকাঙ্ক্ষি হইয়া বহু বৎসর ব্যাপিয়া॥
শিব আরাধন কৈল তীব্র ব্রত করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম।
তাঁহার নিকটে গেলে পূরিবেক কাম॥
বহু ধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকেতে দুর্ল্লভ যাহা সর্ব্ব-দুঃখ-হর্ত্তা॥
আহা কিবা দয়াময় দেব মহেশ্বর।
গরল চাহিতে দিল অমৃত সাগর॥
শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে।
বৃন্দাবন ধাম তবে চলিলা ত্বরিতে॥
বিপ্রের সংসার ক্ষয় উন্মুখ সময়।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তায় হৃদয়॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখি জনে।
গুগ্‌লি খুঁজিতে হস্তে মিলায় রতনে॥
কত দিনে বৃন্দাবন ধামে সনাতন।
নিকট হইল যাঞা সুকৃতি ব্রাহ্মণ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি।
আনন্দ আবেশে রহে করযোড় করি॥
গোসাঞি প্রণাম করি করি করযোড়।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্ট বাক্য প্রিয়ঙ্কর॥
কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে।
আগমন করি কৃপা করি মোর মাথে॥
গোসাঞির নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি।
উলসিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি ভজিলাম বহুকাল রুদ্র॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা॥
বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর স্থানে।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আনে॥
গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥
ভিক্ষাজীবী হই মোর অর্থ কোথা হয়।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয়॥
হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল।
কিম্বা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিল॥
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি দয়াল গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কূল নাহি পাই॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণেরে করে শান্ত॥
হায় হায় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমান্ মহাদেব যে কহিল॥
স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়ে দেই।
বিস্মিত হইল তেকারণে কহি নাই॥
ব্রাহ্মণের লইয়া যমুনা তীরে গিয়া।
বাম হস্ত তর্জ্জনি অঙ্গুলি হেলাইয়া॥
কহে এই খানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিয়া বলে না পাই খুঁজিয়া॥
গোসাঞিরে বলে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহো কহে না স্পর্শিব স্নান না করিয়া॥
পুনঃ তল্লাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এহেন পদার্থ গোসাঞি দিল কি কারণে॥
রাখিবার কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শের থাকুক কায ঘৃণাতে না হেরে॥
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপ করি ঈশ্বর সেবনে অনুরাগী॥
ছি ছি মোরে ধিক ধিক হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥
অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া॥
তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥
তাহার চরণে যাঞা শরণ লইব।
বিনা মূলে তার পদে বিক্রীত হইব॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বটেশ্বর গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া॥

গোসাঞির পদেতে পড়িয়া বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা কহিল বিস্তর ॥
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি কর প্রভু মোরে আত্মসম ॥
শরণ লইল তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণ প্রেমধনে ॥
গোসাঞি কহেন তুমি তাহা না পাইবে।
ঘরে যাঞা কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে ॥
তেঁহো কহে নাহি যাব, তোমার চরণে।
শরণ লইল কৃপা কর মূঢ় জনে ॥
গোসাঞি কহেন তবে পার যোগ্য হৈতে।
স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে ॥
এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি নিয়ে করে।
টানমারি ফেলাইল যমুনা মাঝারে ॥
গোসাঞি দেখিয়া তবে আনন্দিত হইল।
ব্রাহ্মণেরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈল ॥
প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিয়া।
কৃতার্থ করিল কৃষ্ণ-প্রেম সঞ্চারিয়া ॥

ভক্তমাল-প্রণেতা নাভাজীউ বোধ হয় জীবগোস্বামী-প্রণীত "বৈষ্ণবতোষিণী" দর্শন করেন নাই। কারণ সেই গ্রন্থে জীবগোস্বামীর বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভর-দ্বাজ-কুল-জাত সুবিখ্যাত কর্ণাট রাজের এক পুত্র, তাহার নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের দুই পত্নী ছিল। মহিষীদ্বয়ের গর্ভে রাজা অনিরুদ্ধের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর, কনিষ্ঠ হরিহর। জ্যেষ্ঠ শাস্ত্র-বিদ্যায় কনিষ্ঠ শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চরমাবস্থায় অনিরুদ্ধদেব স্বীয় রাজ্য দুই ভাগ করত দুই পুত্রকে দান করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। হরিহর বাহুবলে রূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। রূপেশ্বর হৃতরাজ্য হইয়া পৌরস্ত্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৌরস্ত্যরাজ শিখরেশ্বর তাঁহার সখা ছিলেন। তথায় অবস্থান কালে রূপেশ্বরের এক পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখা হইয়াছিল। পদ্মনাভ পৌরস্ত্য দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরবর্ত্তী নরহট্ট নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মে। পুত্রগণের নাম—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের এক পুত্র, তাহার নাম কুমার। কুমার বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুমারের অনেক গুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিন জনই বিখ্যাত, যথা—সনাতন, রূপ, বল্লভ। বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী।

রূপ ও সনাতন উভয়ই বাঙ্গালার রাজসনের নিম্ন সোপানে উপবেশন করিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। অবশেষে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নশ্বর ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী সেই সকল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনিও ঈশ্বরপ্রেমিক, সুতরাং পিতৃব্যদ্বয়ের প্রদত্ত ধন তুচ্ছ বোধে সে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করেন।

এই সত্যের আশ্রয়ে দেশ মধ্যে যে প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, নাভাজীউ তাহাই ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

জীব গোস্বামী প্রণীত "ক্রমসন্দর্ভ" আমরা দর্শন করি নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় একখানা দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"এই পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র; ইহাতে রূপ বৃন্দাবনে গমন করিলে পর কি রূপে সনাতন স্বপ্রভু হোসেন সার কারাগার হইতে পলায়ন করেন তাহা, এবং কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কার, বৃন্দাবনে রূপের সহিত মিলন, দুই ভ্রাতার

গোবর্দ্ধন দর্শন তথায় নিত্য-বস্তু-বিষয়ক কথোপকথন—এবং ললিতা বিশাখা রূপ-মঞ্জরী চম্পকলতা প্রভৃতি কৃষ্ণ-সহচরী-দিগের বয়োনিরূপণাদি অতি সামান্য সামান্য বিষয় বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায় গ্রন্থকা-রের কিছুমাত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ নাই। তবে রচনা কিছু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় বটে। বিবিধার্থ-সংগ্রহ-লেখকের মতানুসারে উক্ত করচা চৈতন্যের অন্তর্হিত হইবার প্রায় সমকালে রচিত হইয়াছে।"

জীব গোস্বামীর করচা রচনার পর চৈতন্য-মতাবলম্বী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক গুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা তন্মধ্যে কেবল বৃন্দাবনদাস-প্রণীত "চৈতন্য ভাগবত" বা "চৈতন্য মঙ্গল" ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত "চৈতন্য চরিতা-মৃত" গ্রন্থদ্বয়ের বিস্তারিত সমালোচন করিব। বৃন্দাবনদাস একটী ভয়ানক লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদ্ধত গ্রন্থকার বাঙ্গালায় দ্বি-তীয় নাই। তিনি জীবিত থাকিলে হয় ত অদ্য—আমাদের সমালোচন পাঠ করিবার সময় খড়্গধারণ পূর্ব্বক বসিয়া থাকিতেন। তিনি কথায় কথায় শাক্ত, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শীর্ষে পদাঘাত করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ যাহাই বলুন না কেন এবম্প্রকার অগ্নিশর্ম্মাকে আমরা প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ন্যায়রত্ন মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—"বোধ হয় তাঁহার হস্তে যদি কোন রাজশক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি এক দিনেই চৈতন্যোপাসক ভিন্ন সকল লোকের প্রাণ সংহার করিতেন।"

ক্রমশঃ।

বেদান্ত-দর্শন।

৪৬৩ সংখ্যক পত্রিকার ২১৫ পৃষ্ঠার পর।

এই উপস্থিত "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বিচার করিবার অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ম্ম মীমাংসা-পক্ষীয় যে সকল আপত্তিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞগণের অবলম্বনীয় শাস্ত্রই বেদান্ত। সমুদয় উপনিষৎ এবং বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে যত জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে তৎসমস্তই বেদান্ত-শব্দের বাচ্য। এই বেদান্ত-শাস্ত্রের মীমাংসাস্বরূপ সমস্ত শারীরক সূত্রও বেদান্ত বলিয়া গৃহীত হয়। এই সমস্ত শাস্ত্র কেবলই ব্রহ্মপ্রতিপাদক। তাহাতে ক্রিয়ার গন্ধমাত্র নাই। কিন্তু কর্ম্মমীমাংসার অভিপ্রায় অনুসারে তাদৃশ অক্রিয়াপর শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে। অক্রিয়ার্থ জন্য তাহার প্রামাণ্য নাই। কর্ম্মীদিগের মতে হয় তাহা কর্ম্মমীমাংসার পরিশিষ্ট, না হয় তাহা শ্রবণ মননাদি রূপ স্বতন্ত্র প্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই যে স্বয়ম্প্রকাশ ও প্রসিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করায় হেয়োপাদেয় বা পুরুষার্থ না থাকায় সেরূপ শাস্ত্র সিদ্ধ নহে। এই সকল আপত্তিকে শঙ্করাচার্য্য স্বীয় পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ সমস্তের মীমাংসা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত মীমাংসায় বেদান্তের ক্রিয়াপরত্ব খণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মপরতা স্থাপিত হইয়াছে। ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদসম্বন্ধে শঙ্কর তাদৃশ কোন পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণও করেন নাই এবং তাহার ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা প্রদর্শনার্থ কোন যত্নও করেন নাই। শঙ্কর কহিতেছেন—

(১) "তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং, সর্ব্বশক্তি, জগদুৎপত্তি-স্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথং, সম-

স্বয়াৎ। সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণ এতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।"

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি লয়ের কারণ ব্রহ্মকে কেবল বেদান্ত-শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদভাগ হইতেই অবগত হওয়া যায়। কি প্রকারে? না, সমন্বয় দ্বারা। কেন না, সকল বেদান্ত অর্থাৎ সমগ্র উপনিষৎ আর ব্রাহ্মণখণ্ড ও মন্ত্রবর্ণের অন্তর্গত যত জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে তৎসমস্তই তাৎপর্য্যতঃ ঐ প্রকার অর্থপ্রতিপাদনে অনুগত। সমস্ত উপনিষদের, এবং আর আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদবাক্য সমূহ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগের যে যে প্রকরণে আছে সেই সমস্ত প্রকরণের, আদি অন্ত মধ্যে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তাহার অন্তর্গত সমুদয় শ্রুতি-বাক্য ব্রহ্মস্বরূপ-নির্ণয়ে সমন্বিত।

(২) "নচ তেষাং কর্ত্তৃস্বরূপপ্রতিপাদন-পরতাবসীয়তে।"

ঐ সকল শ্রুতি-বাক্যের ক্রিয়া-প্রতিপাদন-পরতা নাই। তাহাদিগের কেবল ঐকান্তিকী ব্রহ্মপরতাই দৃষ্ট হয়। তৎসমস্তের কোন অংশে ক্রিয়াকারীরূপ যজমান, ক্রিয়া-সাধনরূপ পদ্ধতি বা বিধিপালন এবং ক্রিয়ার ফলরূপ অলৌকিক স্বর্গাদি প্রতিপাদিত হয় নাই। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য কেবল ব্রহ্মস্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করায় মাত্র। নতুবা তাঁহাকে কোন ক্রিয়ার অলৌকিক ফল রূপে নির্দ্দেশ করে না। ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে কোন ভোগ্য ফলরূপে লাভ করেন না; কিন্তু স্বীয় সংসার-বাসনায় জড়িত অমুখ্য জীবত্বকে বিসর্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার মুখ্য আত্মারূপে জানেন। এইরূপ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ দ্বারা তিনি স্বীয় যজমানত্ব, ক্রিয়া ও তাহার অনিত্য ফল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তদবস্থায় তিনি কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত হন। তখন কেবল সংসারাতীত, জ্ঞানস্বরূপ, রসস্বরূপ, এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তাঁহার আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হন মাত্র। উক্ত শ্রুতি-বাক্য সকলের এইরূপ অদ্বয়-ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদন-পরতা আছে, কিন্তু ক্রিয়াকারকতা, ক্রিয়া-সাধনা, ও ফললাভ রূপ ক্রিয়াঙ্গত্ব নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ হইলে জীবাত্মাতে প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন জীবত্ব-ব্যবহার থাকে না। সেই হেতু, তিনি তখন আপনাকে ব্রহ্মলাভের কর্ত্তা অথবা জ্ঞাতা রূপে এবং ব্রহ্মকে আপনার কোন জ্ঞানানুষ্ঠানের ফল অথবা জ্ঞেয়রূপে অনুভব করেন না। তখন তিনি সকলের সাধারণ-আত্মা-স্বরূপে অদ্বয় আত্মাকে আত্মা বলিয়া অবগত হন মাত্র। তখন তাঁহার ব্যষ্টি-প্রকৃতি-গত ক্ষুদ্র দ্বৈত-ভাব, হৃদয়-গ্রন্থি, সংশয়, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সে অবস্থায় কে কাহাকে দেখিবে বা ভোগ করিবে?

"অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।" ইতিশ্রুতি।

ধীরেরা প্রত্যগাত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া দেব লোকাদির যে অমৃতত্ব তাহাকে অধ্রুব অমৃতত্ব জানিয়া এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপে অবস্থানকে ধ্রুব অমৃতত্ব অনুভব পূর্ব্বক ইহ সংসারের অনিত্য বিষয় সকল আর প্রার্থনা করেন না। এতাবতা এতাদৃশ-স্বরূপ জ্ঞান-প্রতিপাদনই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এবং মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্মাত্মক-জ্ঞান-প্রক্রিয়াঙ্গ-প্রতিপাদকতা সম্ভব নহে। তাহার শিকা আদরবতী শ্রুতির কর্ত্তৃস্বরূপাদি ক্রিতাদৃশ অর্থান্তর কল্পনা করা সঙ্গত নহে। যদি কেহ তাহা করেন তবে শ্রুতহানি অশ্রুত-কল্পনা-দোষ ঘটিবে।

(৩) "নচ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেপি প্রত্যক্ষাদি বিষয়ত্বং। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্রমন্তরেণা

বগম্যমানত্বাৎ।" "তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং।" ইত্যাদি।

সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদন যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় এমত নহে। যেহেতু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের লক্ষ্য যে ব্রহ্মাত্মভাব তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ।" এই সমস্ত বিচারের মর্ম্ম এই যে ব্রহ্মস্বরূপ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গোচররূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। অনুমান ও উপমানের গোচর নহে। তাহা সিদ্ধবস্তুস্বরূপ। ফলে বিপক্ষপক্ষের আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তু হন তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় কেন না হইবেন? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন যে সিদ্ধ বস্তু হইলেই যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হইবেক এমত নহে। যেমন "আমিত্ব-বোধ"। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। তথাপি নিশ্চয় হইতেছে "আমি আছি"। এই "আমিত্ব-বুদ্ধি" অনুভবে অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়ে সিদ্ধ আছে। এই অনুভব-সিদ্ধ "আমিত্ব-বুদ্ধি" রূপ প্রত্যয়ে কাহারো সন্দেহ হয় না। অতএব ব্রহ্ম-স্বরূপের অবগতি এই "অহংবুদ্ধির" ন্যায় অনুভব কিনা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। বরং ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে, সাংসারিক জীবের "অহংবুদ্ধি" অপেক্ষা, অধিক বিশদরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। "আমি আছি" এই সহজ জ্ঞান যেমন জ্ঞানী ব্যক্তির আছে, সেইরূপ মূর্খেরও আছে। তৎসম্বন্ধে উভয় প্রকার ব্যক্তিরই স্থির নিশ্চয় আছে। কিন্তু তারতম্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। যেমন কোন রঙ্গশালাস্থ স্ফটিক-কমল-পরিশোভন আলোকাবলি দর্শনে অবোধ বালকে সেই স্ফটিকোপাধি সমূহকেই আলোকের স্বরূপ মনে করে, সেইরূপ সংসার-মোহে বিমূঢ় অদূরদর্শী জনেরা হৃদয়-কমল-বাসী, সর্ব্বসাধারণের আত্মাস্বরূপ, সকল জ্ঞানজ্যোতির আশ্রয় স্বরূপ, সকল রূপের সাগর-স্বরূপ এবং সকল আনন্দ ও সকল রসের উৎস-স্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রকাশে অনুপ্রকাশিত যে বিষয়ানন্দে প্রমত্ত অল্পজ্ঞ জীব তাহাকে আত্মাপদে বরণ করিয়া থাকে। তদপেক্ষাও মূঢ় জনেরা জীবের পশ্চাৎ প্রকাশিত বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ প্রভৃতি যে সকল অনিত্য কোষ আছে তাহার এক একটিকে উত্তরোত্তর আত্মা বলিয়া জানে। কিন্তু জীবাবধি দেহ পর্য্যন্ত ইহারা কেহই স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ, বা স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা নহে। পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা জীবাবধি দেহ পর্য্যন্ত তারতম্যরূপে অনুপ্রকাশিত হয় বলিয়া মূঢ় জনেরা তৎসমস্তকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সে জ্ঞান অধ্যাস মাত্র। পরমাত্মাই আত্ম-বুদ্ধির প্রকাশক। তিনিই কূটস্থ চৈতন্য ও স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ। তিনি স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহার সিদ্ধতা আত্ম-প্রত্যয়-মাত্র-সার। তিনি জীবের বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয় নহেন। কেন না, তিনি সিদ্ধ বস্তু। তিনিই মুখ্য আত্মা। তাঁহার আলোকে অনুপ্রকাশিত হওয়ায়, জীবাত্মা, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও দেহাদি যে আত্মা বলিয়া গৃহীত হয়, সে আত্মাভাবের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য একমাত্র তাঁহাতেই অর্ষে। ঠিক্ সেই প্রকার, যেমন মূঢ় কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত স্ফটিক-কমলের দীপ্তি তত্রাধিষ্ঠিত দীপেতে বর্ত্তিয়া থাকে। এতাবতা লোকে আত্মস্বরূপকে জানুক বা না জানুক তাহাদের ব্যবহৃত "আত্মা" শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরমাত্মাতে। সেই পরমাত্মা হইতে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ আত্মবোধরূপ আলোকের স্রোত অবি-

রল ধারে পঞ্চকোষ ভেদ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া লোক সকল অনিত্য কর্ত্তৃ-ভোক্তৃস্বরূপ জৈবিক ব্যবহার বা দেহাদিকে আত্মা বলিয়া মানিতেছে। সেই সকল কর্ত্তৃভোক্তৃ ও দেহাদি-জনিত সুখ, দুঃখ আত্মাতে আরোপ পূর্ব্বক অশেষ সংসার-তাপ ভোগ করিতেছে। কিন্তু সত্যসিদ্ধ পরমাত্মা যিনি সকলের মুখ্য আত্মা তাঁহাতে সুখ দুঃখাদি স্পর্শিতে পারে না। "তিনিই আত্মা," "তিনিই আমি" এজ্ঞান জন্মিলে, প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন অহংভাব এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অশেষ অভিমান বিগত হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ স্বরূপ জীবাত্মা, যিনি,আপনার আত্মজ্যোতির মূল-উৎস-স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া এই দেহ-কুটীরে দিবানিশি মুহ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহাকে অহংভাব ও তাঁহার উপকরণ স্বরূপ দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি যাবতীয় আবরণ হইতে মুক্ত না করিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না। ঐ সকল অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর আবরণ সমস্তকে ব্যতিরেক করিলেই জানা যায় যে পরমাত্মার আভাসরূপ অনুপ্রকাশই জীবাত্মার প্রকাশক। জীব স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। তখন সেই জীবাত্মার জ্যোতি ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পরমাত্মাই মুখ্য আত্মারূপে গৃহীত হন। এই যে অদ্বয় ব্রহ্মাত্মভাব ইহাই "তত্ত্বমসি," "অহংব্রহ্মাস্মি," "প্রজ্ঞানংব্রহ্ম," ইত্যাদি বৈদান্তিক মহাবাক্য সমূহের তাৎপর্য্য। এ ভাব প্রত্যক্ষ ঘটপটাদি পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয়গোচর নহে। জীবের সূক্ষ্ম শরীর অথবা পঞ্চভূতের কোন প্রকার অদৃশ্য সূক্ষ্ম লিঙ্গের ন্যায় অনুমেয় ও উপমেয়ও নহে। সুতরাং সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু ও আত্মজ্ঞানের মূল উৎস হইলেও, এবং তাঁহার আশ্রয়ে সহজে "আমিত্ব" বোধ জন্মিলেও মিথ্যা ও অধ্যস্ত জ্ঞানের তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানোপদেশে শাস্ত্রের অধিকার আছে। ক্রিয়াপর ও ফল-প্রকৃতি-জ্ঞাপক শাস্ত্রের সে অমূল্য অধিকার হইতে পারে না। কিন্তু একমাত্র-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের এবং তাহার মীমাংসাস্বরূপ শারীরকাখ্য বেদান্ত দর্শনেরই তাহাতে অধিকার। এই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ক্রিয়া ও বিধির সংস্পর্শ না থাকাতে তাহার যদি অপ্রামাণ্য হয়, তাহা মূঢ় কর্ম্মীদিগের নিকটেই হইবেক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশে তাহা অতিমাত্র উপযুক্ত। শুদ্ধ উপযুক্ত নহে, কিন্তু সেই সর্ব্বভুবন-প্রকাশক ব্রহ্মকে তাহা একেবারে সাক্ষাৎ আত্মারূপে অনুভব করিয়া দেয়। বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে কোন ক্রিয়া বা সাধনার ফলরূপে অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্দ্দেশ করে না; কিন্তু জীবের হৃদয়-কমলের মধ্যে তাঁহাকে জাজ্বল্যমান আত্মারূপে উদয় করিয়া বাসনা-ঘটিত ইন্দ্রজাল এবং যাগযজ্ঞাদি-ঘটিত কর্ম্মান্ধকারকে বিদূরিত করিয়া দেয়। অতএব কর্ম্মীরা যে কহেন যে সিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপ আত্মাকে প্রতিপাদন করায় হেয়োপাদেয় না থাকায় কোন পুরুষার্থ নাই সে কথা সঙ্গত নহে। কেননা, তদ্রূপে পরমাত্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদনে অবশ্যই হেয়োপাদেয়ত্ব ও পুরুষার্থ আছে। কারণ জীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন যে সকল দেহাত্ম প্রাণাত্ম, মনাত্ম, ও বিজ্ঞানাত্ম ভাব তাহা যথার্থ আত্মভাব নহে। তৎসমস্তকে তিরস্কৃত করিতেই হইবে। তাহাই হেয়। সে সকল দ্বৈতস্বরূপ মায়িক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মজ্ঞান আপনিই উদিত হয়। তাহাই

উপাদেয়। সুতরাং, এতাদৃশ ভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপকে জীবের সিদ্ধ আত্মারূপে প্রতিপাদন করায় অবশ্য পুরুষার্থ আছে। এই ব্রহ্মাত্মভাব সকলের অনুভবনীয় নহে। অধিকাংশ লোকই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন ব্যবহারিক সত্তা ও দেহাদিকে "আমি" বোধ করিয়া সংসারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। কোন প্রকার সাংসারিক বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিপত্তি তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দিতে পারিতেছে না। কোনরূপ যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, অনশন, তীর্থসেবা এ ভবসাগর হইতে কখন কাহাকেও উদ্ধার করে নাই, করিবেও না। কেবল একমাত্র বৈদান্তিক জ্ঞানই তরণী। বেদান্ত-শাস্ত্র দ্বৈত-স্বরূপ যে অনাত্মা তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক একমাত্র অদ্বয় পরমাত্মাকে জীবের আমিত্ব পদে বরণ করিয়াছেন। শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা জ্ঞানী পুরুষেরা প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন মিথ্যা আমিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া সেই পরমাত্মাকেই আমি বলিয়া জানেন। এই প্রকারে ক্ষুদ্রে ও ব্যষ্টিতে আমিত্ব-বোধ তিরস্কৃত এবং মহতে ও সমষ্টিতে আমিত্ব-বোধ উপার্জ্জিত হওয়ায় জীবের মোক্ষলাভ হয়। সেই মোক্ষ কোন ফল নহে কিন্তু নিত্যসিদ্ধ পরমাত্ম-স্বরূপের প্রকাশ মাত্র। কেবল বেদান্ত-শাস্ত্র হইতেই এই প্রকারে ব্রহ্ম-স্বরূপের অবগতি হয়। অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্র-প্রমাণত্ব এবং শাস্ত্রের ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদন-পরতা সিদ্ধ হইল।

উপরে জীবের যেরূপ ব্রহ্মাত্মস্বরূপ মোক্ষাবস্থা কথিত হইল তৎপ্রতি অন্যান্য বাদীদিগের আপত্তি আছে। সেই আপত্তির মন্ম ও তাহার মীমাংসা পশ্চাৎ উক্ত হইবে। এক্ষণে, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা কি অভিপ্রায়ে অজ্ঞ জীবকে তিরস্কার পূর্ব্বক পরমাত্মাকে আমি বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া উচিত। তাহা জ্ঞাত না হইলে, ঐ আপত্তি ও তাহার মীমাংসা বুঝা যাইবে না। কেন না এই বর্ত্তমান কালে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনা নাই। অনেকে সাংসারিক জীবকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং যজ্ঞোপাসনা দ্বারা তাহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন। সুতরাং "আমি ব্রহ্ম" এবোধ তাঁহাদের বুদ্ধিতে কিছুতেই সংলগ্ন হইবে না। পক্ষান্তরে অনেকের সিদ্ধান্ত এই যে সৃষ্ট জীবাত্মা কখনও স্রষ্টা হইতে পারে না, উপাসক কখন উপাস্য হইতে পারে না এবং স্বাধীন জীবাত্মা কখনও ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া নিজে ব্রহ্ম হইতে পারে না। এস্থলে আমরা তাঁহাদিগের সকলকে সাহস দিয়া বলিতেছি যে, বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সমূহের অপলাপ করেন নাই। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়, কল্প, কল্পান্তর, অসংখ্য অসংখ্য স্বর্গাদি লোকমণ্ডল এবং অসীম অসীম ভোগ-কালব্যাপী যে সংসার তাহার অধিকার মধ্যে বেদান্ত শাস্ত্র জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উপাসকত্ব প্রভৃতি সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে ভূরি বিচার বেদান্ত দর্শনের পশ্চাতের সূত্রসমূহে আছে। আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই তাহার উপাদেয় সিদ্ধান্ত সকল দেখা দিতে থাকিবে। ফলে সার কথা এই যে সে সকল সিদ্ধান্ত কেবল সাংসারিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অহং ব্রহ্ম ভাবের পারমার্থিক তাৎপর্য্য কি আমরা কেবল তাহাই বলিয়া প্রকৃত বিষয়ে মনোযোগ করিব।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ" শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী ঘোষাল সঙ্কলিত মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

"জীবনকুসুম," (কতিপয় ধর্ম্মবীরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।)

বগুড়া পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

"গোবিন্দ-গীতিকা," তত্ত্ব সঙ্গীত এবং "শারদোৎসব," গীতিনাট্য নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত।

"গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা" শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য।০ চারি আনা।

"Elements of Hydrostatics pneumatics." In Hindi. By Novina chandra Rai of Lahore price 8 Annas.

"The Anti Christian" a Monthly Journal, exposing the absurdities of the christian faith. Edited by Kaliprasanna Kavyabisharad price Rs 3 in advance per annum. single copy eight annas.

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩১ চৈত্র বুধবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবেক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

পৌষ ও মাঘ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮৭৯৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	২১৬৫।/১৫
সমষ্টি	৩০৪৫৶১৫
ব্যয়	৭১৭।০
স্থিত	২৩২৭৸৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৮০৸/১০
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" হরিমোহন নন্দী	১০৲
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২৲
" কাশীনাথ দত্ত	২৲
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	১৲
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১৲
" মনোয়ারিলাল বসু	১৲
" ক্ষেত্রমোহন ধর	১৲
" রামলাল ঘোষাল	১৲
আনুষ্ঠানিক দান	
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	৫৲
	১৪০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৩২।০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৪॥০
পুরাতন ঘড়ি বিক্রয়	৪৲
	১৮০৸/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪৬।০
পুস্তকালয় ...	১০২।৶০
যন্ত্রালয় ...	৩১৮॥৶১৫
গচ্ছিত ...	১৩১॥/১৫
সমষ্টি	৮৭৯৸৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৫৭॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮২।/১০
পুস্তকালয়	৯৭৸৶১৫
যন্ত্রালয়	২২৭।০
গচ্ছিত	৫২৶১৫
সমষ্টি	৭১৭।০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বৈশাখ ৪৫৩ সংখ্যা — পৃষ্ঠা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১
সামঞ্জস্য ৩
বৈদিক আর্য্যসমাজ ৫
বুদ্ধদেব-চরিত ৮
সৌর পরিবার ১০
প্রফুল্লচিত্ততা ১৫
ঘাসীদাস ১৭
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি .. ১৯

জ্যৈষ্ঠ ৪৫৪ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২১
বর্ষ-শেষে কোন ব্রাহ্মের চিন্তা .. ২৪
বৈদিক আর্য্যসমাজ ২৭
রাজনীতি ৩০
বঙ্গভাষার বিজ্ঞান ৩১
স্বাধীন চিন্তা ৩৩
ঘাসীদাস ৩৭

আষাঢ় ৪৫৫ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪১
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ ৪৪
শ্যামবাজার অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ৪৫
বৈদিক আর্য্যসমাজ ৫০
স্ত্রীস্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারত .. ৫৫

শ্রাবণ ৪৫৬ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬১
ভবানীপুর ত্রিনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ৬৪
দামরীর ভোজপ্রমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৬৯
প্রেরিত পত্র LETTER ৭৪
... ... ৭৯

ভাদ্র ৪৫৭ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮১
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ৮৪
বেদান্ত দর্শন ৮৬
সূর্য্য ৮৬
অশোকচরিত ৯১
বিবাহ ৯৫
LETTER ৯৮
... ... ৯৮

আশ্বিন ৪৫৮ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১০১
ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ ১০৩
সূর্য্য ১০৬
বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা ১১৪

পৃষ্ঠা

জ্ঞানী বাক্য ১১৬
ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয় .. ১১৭
পত্র ১১৮

কার্ত্তিক ৪৫৯ সংখ্যা

ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ১২১
শ্বেত পুষ্প ১২৫
ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্মনীতি .. ১২৯
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য .. ১৩২
জ্ঞানীবাক্য ১৩৭
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি ১৩৮
তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক .. ১৩৯

অগ্রহায়ণ ৪৬০ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১৪১
উপদেশ ১৪২
বেদান্ত-দর্শন ১৪৪
নববিধান ১৪৭
ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ১৫৫

পৌষ ৪৬১ সংখ্যা

বেদান্তদর্শন ১৬২
পাতঞ্জল দর্শন ১৬৬
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য .. ১৬৯
ঘাসীদাস ১৭৩

মাঘ ৪৬২ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১৮১
বেদান্ত-দর্শন ১৮৪
পাতঞ্জল-দর্শন ১৮৭
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য .. ১৯০
সত্য ধর্ম্ম ১৯৩
প্রকৃতি-যোগ ১৯৫
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি .. ১৯৬

ফাল্গুন ৪৬৩ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২০১
দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ২০৩
বেদান্ত দর্শন . .. ২১২
পাতঞ্জল-দর্শন ২১৫
AN UNFOUNDED CHARGE ২১৯

চৈত্র ৪৬৪ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২২১
পাতঞ্জল দর্শন ২২৩
প্রকৃত ধর্ম্মসাধন ২২৭
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ২২৯
বেদান্ত দর্শন ২৩৩

	সংখ্যা		পৃষ্ঠা
অশোকচরিত	৪৫৭	...	৯৫
ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্মনীতি	৪৫৯	...	১২৯
উপদেশ	৪৬০	...	১৪২
ঘাসীদাস	৪৫৩	...	১৭
ঘাসীদাস	৪৫৪	...	৩৭
ঘাসীদাস	৪৬১	...	১৭৩
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৩	...	১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৪	...	২১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৫	...	৪১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৬	...	৬১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৭	...	৮১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৮	...	১০১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬০	...	১৪১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬২	...	১৮১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬৩	...	২০১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬৪	...	২২১
জ্ঞানী বাক্য	৪৫৮	...	১১৬
জ্ঞানীবাক্য	৪৫৯	...	১৩৭
তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামানিক	৪৫৯	...	১৩৯
দানবীর ভোজপ্রমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪৫৬	...	৬৯
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৪৫৩	...	১৯
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৪৫৯	...	১৩৮
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৪৬২	...	১৯৬
দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪৬৩	...	২০৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার	৪৫৭	...	৮৪
ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়	৪৫৮	...	১১৭
ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৮	..	১০৩
ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব	৪৫৯	...	১২১
ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব	৪৬০	...	১৫৫
নববিধান	৪৬০	...	১৪৭
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৫	..	৪৪
পত্র	৪৫৮	...	১১৮
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬১	...	১৬৬
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬২	...	১৮৭
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬৩	...	২১৫
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬৪	...	২২৩
প্রেরিত পত্র	৪৫৬	...	৭৪
প্রফুল্লচিত্ততা	৪৫৩	...	১৫
প্রকৃতি-যোগ	৪৬২	...	১৯৫
প্রকৃত ধর্ম্মসাধন	৪৬৪	...	২২৭
ভবানীপুর উনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৬	...	৬৪
রাজনীতি	৪৫৪	...	৩০
বর্ষ-শেষে কোন ব্রাহ্মের চিন্তা	৪৫৪	...	২৪
বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান	৪৫৪	...	৩১
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	৪৫৯	...	১৩২
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	৪৬২	...	১৯০
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	৪৬৪	...	২২৯
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	৪৬১	...	১৬৯
বিবাহ	৪৫৭	...	৯৮
বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা	৪৫৮	...	১১৪
বুদ্ধদেব-চরিত	৪৫৩	...	৮
বেদান্ত-দর্শন	৪৬২	...	১৮৭
বেদান্ত-দর্শন	৪৬১	...	১৬২
বেদান্ত-দর্শন	৪৬০	...	১৪৪
বেদান্ত-দর্শন	৪৬৩	...	২১২
বেদান্ত-দর্শন	৪৬৪	...	২৩৩
বেদান্ত-দর্শন	৪৫৭	...	৮৬
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৪৫৩	...	৫
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৪৫৪	...	২৭
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৪৫৫	...	৫০
শ্যামবাজার অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৫	...	৪৫
শ্বেত পুষ্প	৪৫৯	...	১২৫
সত্য ধর্ম্ম	৪৬২	...	১৯৩
সামঞ্জস্য	৪৫৩	...	৩
সূর্য্য	৪৫৭	...	৯১
সূর্য্য	৪৫৮	...	১০৬
স্বাধীন চিন্তা	৪৫৪	..	৩৩
সৌর পরিবার	৪৫৩	...	১০
স্ত্রীস্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারত	৪৫৫	...	৫৫
AN UNFOUNDED CHARGE	৪৬৩	....	২১৯
LETTER	৪৫৬	...	৯৮
LETTER	৪৫৭	...	৭৯